সংবাদ

তারিখ ০৬ MAY 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

# ঢাবির আশপাশে শিবিরের মগজ ধোলাই কেন্দ্র

## কোরান ছুঁয়ে আমৃত্যু শিবির করার শপথ না নেয়ায় মারধর

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

পবিত্র কোরান ছুঁয়ে আমৃত্যু ছাত্রশিবির করার শপথ না নেয়ায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের ক্যাডাররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নবাগত ছাত্রকে বেদম পিটিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুক্রবার গভীর রাতে ২৬৬ এলিফ্যান্ট রোডে (কাঁটাবন ঢাল এলাকা) ছাত্রশিবির পরিচালিত একটি মেসে এ নৃশংস ঘটনা ঘটে। ওই ছাত্রের নাম মো. আবরাররহমান। তিনি ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হয়েছেন। তার গ্রামের বাড়ি বরগুনা জেলায়। আবরাররহমান [illegible] নবাগত.

কেন্দ্র : পৃষ্ঠা ১১ ক : ১

### কেন্দ্র : মগজধোলাই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্যাম্পাসে তেমন কেউ নেই। এ অবস্থায় তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তিনি বলেন, ঘরোয়া রাজনীতি বন্ধ থাকলেও ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোপনে তৎপরতা চালাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া নবীন ছাত্রদের মগজ ধোলাইয়ে সব সময় কাটাচ্ছে শিবির ক্যাডাররা। ক্যাডাররা নবীন ছাত্রদের বলছে, শিবির কর্মী হওয়ার প্রতিশ্রুতি না দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে তারা সিট পাবে না। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্বও বাতিল হয়ে যেতে পারে।

আবরাররহমান জানান, গত ২৪ মার্চ তিনি বরগুনা থেকে ঢাকায় আসেন। ঢাকায় পৌঁছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ৩৬১ নম্বর কক্ষে তার বড় ভাইয়ের ছোট বেলার বন্ধু সিকদার মুজিবের কাছে যান। মুজিব তাকে সিটের ব্যবস্থা করে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। মুজিব তাকে ৫ দিন তার রুমে রাখে। এরপর সিকদার মুজিব আবরাররহমানকে জহুরুল হক হলের শিবির সভাপতি মোহাম্মদ তোফাজ্জলের কাছে পাঠায়। আবরাররহমান তোফাজ্জলের জন্য বরাদ্দ জহুরুল হক হলের ১৬৭ নম্বর রুমে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত অবস্থান করেন। পরে সেখান থেকে তাকে ২৬৬ এলিফ্যান্ট রোডে শিবির পরিচালিত মেসে পাঠানো হয়। এর মধ্যে আবরাররহমানকে শিবিরের নীতি আদর্শ সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা চলে।

আবরাররহমান শিবির পরিচালিত মেসে গিয়ে দেখেন সেখানে তারই মতো ১৩ জন ছাত্র আছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পারেন তারা সবাই বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন এবং সবাই শিবির কর্মী। এই মেসে আবরাররহমানকে জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী, জামায়াতের আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের লেখা বইসহ জিহাদ সংক্রান্ত অন্তত ১৫টি বই পড়তে বাধ্য করা হয়। তাকে বলা হয়, সাধারণ শিক্ষা পরকালে কোন কাজে লাগবে না। তাই পরকালের শান্তির জন্য তাকে অবশ্যই ইসলামী বই পড়তে হবে। এভাবে কয়েকদিন চলার পর আবরাররহমান শিবিরের নীতি আদর্শের সঙ্গে একমত হতে না পারায় তাকে প্রথমে মেস পরে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার হুমকি-ধমকি দেয়া হয়। সর্বশেষ শুক্রবার গভীর রাতে তার সামনে পবিত্র কোরান রেখে তা ছুঁয়ে শিবির ক্যাডাররা তাকে আমৃত্যু শিবির করার জন্য শপথ নেয়ার জন্য চাপাচাপি করতে থাকে। এতে আবরাররহমান সম্মতি না জানালে তাকে বেদম মারধর করা হয় এবং এক পর্যায়ে তাকে মেসও ছাড়া করা হয়।

আবরাররহমান জানান, শিবিরের ওই মেসে নবীন ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দেন ছাত্রশিবির জহুরুল হক হল শাখার নেতারা। প্রশিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম হলেন ছাত্রশিবির জহুরুল হক হল শাখার সভাপতি মো. তোফাজ্জল, ক্রীড়া সম্পাদক মো. তৈয়ব, শিবিরের সাথী আবদুল কুদ্দুস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), মো. শরীফ (আরবি সাহিত্য)।

আবরাররহমান বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন আবাসিক ছাত্রের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হল থেকে আরেক হলে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অভিযোগ করার সাহস করেননি। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, শিবির ক্যাডাররা তাকে বলেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে তাদের প্রভাব রয়েছে।